পিআরএসপি ও দাতাগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ

পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি দলিল তৈরির জন্য ১২টি থিমেটিক গ্রুপ কাজ করছে। ছয়টি বিভাগীয় ও একটি জাতীয় পরামর্শ সভাও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু দাতাগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ কি বন্ধ রয়েছে?... পর্যালোচনা করেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া ও ইমতিয়াজ এহসান**

দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে এখন কাজ করতে হচ্ছে। তবে এই পিআরএসপি দলিল হতে হবে একটি যথাযথ জাতীয়ভিত্তিক দলিল। কারণ, এর ওপর আমাদের দেশের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। আর এটা হয়ে গেলে দাতাগোষ্ঠী বা উন্নয়ন সহযোগীরা সবকিছুতেই এর রেফারেন্স টানবে আর বলবে যে যা করার এটার আলোকে করতে হবে। এমনকি দ্বিপাক্ষিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রেও পিআরএসপি যথেষ্ট প্রাধান্য পাবে। শেষ পর্যন্ত এটা কতখানি সেই জাতীয়ভিত্তিক দলিল হবে, সেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, একটি সত্যিকারের জাতীয়ভিত্তিক দলিল হলে এখানে আমাদের দেশের তথা জাতীয় প্রয়োজনগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত হতে হবে, আমাদের দারিদ্র্য কমানোর জন্য কার কি করণীয় তা স্পষ্ট থাকতে হবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের বিষয়ে জনমতের প্রতিফলন থাকতে হবে। পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপিতে এগুলো থাকবে কিনা বা কতখানি থাকবে তা এখনও বলা সম্ভব নয়। কারণ, এটি তৈরির কাজ চলছে। আর তাই দুটো কাজ এখন জোর দিয়ে করা যেতে পারে। একটি হলো, এই দলিল প্রণয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে এর সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা। অন্যটি হলো, যথাযথ জাতীয়ভিত্তিক দলিল করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়ার ও কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব সহাকারে তুলে আনা প্রয়োজন, সেগুলো চিহ্নিত করা।

আইপিআরএসপিতে যা বলা হয়েছে

cYv½ wcAviGmwc cYqb m¤ú‡K AvBwcAviGmwci `wj‡j hv ejv n‡qwQj Zv n‡jv: Ôআইপিআরএসপিতে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সর্বাত্মক দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হবে। এটি নীতিনির্ধারকদের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে এবং কৌশলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের পূর্ণতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান জরিপগুলো যেমন- HIES, LFS, CNS, DHS, CMI, VRS ইত্যাদিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উপাত্ত সরবরাহের জন্য শক্তিশালী করা হবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান ফল হবে বার্ষিক দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় কৌশলের আওতায় বাস্তবায়িত দারিদ্র্য নিরসনের নীতি ও কর্মসূচির অগ্রগতি অনুসরণ এবং কার্যকর পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে একটি দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট সৃষ্টি করা হবে। এই ফোকাল পয়েন্টটি এমনভাবে সাজানো হবে যেন এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর এবং কারিগরিভাবে দক্ষ দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ ইউনিট হিসেবে বিকশিত এবং কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়। এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ফোকাল পয়েন্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় সংযোগ রক্ষা এবং সরকারের বাইরে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া পরিচালনা করবে। পূর্ণাঙ্গ কৌশল প্রণয়নের আগে ও পরে অংশীদারিত্বমূলক আলোচনা ফোকাল পয়েন্টের কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। উপরন্তু, ফোকাল পয়েন্টটি পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন কৌশল প্রণয়নের এবং একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন দর্শন পরিকাঠামোর মধ্যে মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি সংশোধনের মূল এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মন্ত্রী ও সচিব এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কাউন্সিল (NPRC)

গঠন করা হবে। কাউন্সিলের মূল উদ্দেশ্য হবে দারিদ্র্য কৌশল বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত কৌশল ও নীতি সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণও কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হবে। ফোকাল পয়েন্ট NPRC-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে। কাউন্সিল তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে।

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ শুধু সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দারিদ্র্য প্রবণতা এবং দারিদ্র্য নিরসন নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে স্বাধীন মূল্যায়নের জন্য ফিলিপাইনের Social Weather Station-এর মতো সুশীল সমাজের পদক্ষেপকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

দারিদ্র্য নিরসন নীতির বর্তমান অন্তর্বর্তী কৌশলকে রূপান্তরিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলে যাবার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিবেচনা করা হবে (ক) চলমান উন্নয়ন এবং উদ্ভূত অগ্রাধিকারকে মোকাবেলা করার সক্ষমতাসহ তাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল গোষ্ঠীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরী আন্তঃক্রিয়া ও আলোচনা অব্যাহত রাখা; সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের একত্রিত করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা; (খ) কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মসূচি ও সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন; এবং (গ) অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ও সময়মত ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি স্থাপন।

পূর্ণাঙ্গ কৌশল প্রণয়নকালে বিশদ লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়াস নেয়া হবে যেন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন এবং এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যয় নির্ধারণ ও অর্থায়ন সহজতর হয়। এই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পরিবীক্ষণ নির্দেশকসমূহ ও এসবের উৎস, বেঞ্চমার্ক এবং নিয়মিত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হবে যাতে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর হয়। একই সময়ে লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য সুশীল সমাজের উদ্যোগসমূহের উন্নতি সাধন করা হবে।'

পিআরএসপি প্রণয়নে থিমেটিক গ্রুপ ও পরামর্শকবৃন্দ

	বিষয়	পরামর্শক/ প্রতিবেদক
১.	সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও দারিদ্র্য বান্ধব প্রবৃদ্ধি	ড. কাজী শাহাবউদ্দিন ড. রুশিদান ইসলাম রহমান ড. বিনায়ক সেন ড. চৌধুরী আনোয়ারুজ্জামান
২.	(ক) আর্থিক খাত সংস্কার (ব্যাংকিং)	অর্থ মন্ত্রণালয়
	(খ) আর্থিক খাত (বাণিজ্য)	ড. আবদুর রাজ্জাক, ঢাবি
৩.	অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার, শক্তি জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ	কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
৪.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ	ড. ওমর হায়দার চৌধুরী
৫.	সুশাসন প্রতিষ্ঠা (জনপ্রশাসন ও বিচার বিভাগ সংস্কার)	ড. বিনায়ক সেন ড. রিটা আফসার ড. এস এম জুলফিকার আলী
৬.	স্বাস্থ্য (পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ)	ড. এমএ মান্নান ড. শরিফা বেগম
৭.	শিক্ষা	ড. সাদ আন্দালিব, ব্র্যাক বিশ্বঃ
৮.	নারী ও শিশু অধিকার	ড. সিমিন মাহমুদ ড. সালমা জহির
৯.	পল্লী উন্নয়ন (খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ অকৃষি কার্যক্রম, নিরাপত্তা বেষ্টনী, ক্ষুদ্র ঋণ)	ড. আসাদুজ্জামান
১০.	(ক) কৃষি (পানি সম্পদ)	ড. কাজী শাহাবউদ্দিন
	(খ) কৃষি (পরিবেশ, ভূমি, শস্য, মৎস্য ও পশু সম্পদ)	ড. আসাদুজ্জামান
১১.	বেসরকারি খাত উন্নয়ন	ড. জায়েদ বখত
১২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি নীতি	ড. কায়কোবাদ

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

আই-পিআরএসপি'র বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর গত বছর ২০০৩ সালের জুলাই মাসে সরকার জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে করা হয় এই ফোকাল পয়েন্ট। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) থেকে পিআরএসপির যাবতীয় কর্মকান্ড চলে আসে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে। ফলে, পিআরএসপির মতো একটি অত্যন্ত জাতীয় দলিল প্রণয়নের কাজে দাতাগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ বহুলাংশে কমে আসে। ২০০৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পিআরএসপি সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মোট সদস্য ২২ জন। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ হন সদস্য সচিব। জাতীয় স্টিয়ারিং

কমিটির কার্য পরিধি ঠিক করা হয় আই-পিআরএসপি'র বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং একটি পরিপূর্ণ পিআরএসপি প্রণয়ন তদারকি করা। পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১২ টি থিমেটিক গ্রুপ গঠন করে। এসব গ্রুপ কর্তৃক থিমেটিক পেপার তৈরির কাজও এগিয়ে চলেছে।

আই-পিআরএসপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটিকে আই-পিআরএসপিতে বর্ণিত কৌশল ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ করে কাজ করার এক্তিয়ারও দেয়া হয়েছে। এছাড়া কমিটি কাজের অগ্রগতি নিয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে এবং জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কাউন্সিল পুনর্গঠনেরও কাজ করবে।

এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিতভাবে বৈঠকে বসছে এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছে।

থিমেটিক গ্রুপ

যে ১২টি বিষয়কে ভিত্তি করে পিআরএসপি দলিল চূড়ান্ত করা হবে সেগুলো হলো, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও দারিদ্র্য-বান্ধব প্রবৃদ্ধি, আর্থিক খাত সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য (জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও পুষ্টিসহ), শিক্ষা, নারী ও শিশু, পল্লী উন্নয়ন, কৃষি এবং পরিবেশ, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি নীতি।

এসব থিম পেপার বা ধারণাপত্র তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে ১২টি থিমেটিক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। (সারণী দ্রষ্টব্য)। সরকারি খাত, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং এনজিওদের সমন্বয়ে প্রতিটি থিমেটিক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিটি থিমেটিক গ্রুপকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কি ধরনের ফলাফল প্রত্যাশিত তার ধারণাও প্রদান করেছে। এই প্রত্যাশার আলোকে থিমেটিক গ্রুপগুলো নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করছে বলে জানা গেছে। থিমেটিক গ্রুপের কর্মপরিকল্পনায় কাজের ক্ষেত্র, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়-দায়িত্ব, পরামর্শ স্তর, পর্যায় ও কার্যসম্পাদনের সময়কাঠামোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি থিমেটিক গ্রুপ কার্যক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কনসালটেন্ট বা পরামর্শকও নিয়োগ করেছে।

প্রতিটি থিমেটিক গ্রুপকে জুলাই মাসের মধ্যে তাদের প্রণীত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে, বিভিন্ন কারণে, এই সময়ের মধ্যে প্রায় কেউই প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। তবে চলতি আগস্ট মাসেই সবগুলো প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর এগুলো সম্পন্ন হয়ে গেলেই প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে পিআরএসপির খসড়া দলিল তৈরি করা হবে।

জাতীয় পরামর্শ সভা

চলতি বছরের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় পরামর্শ সভা। রাজধানীর

'পিআরএসপির সাফল্য নির্ভর করছে বাজেট বিশেষত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর'

ড. কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
সদস্য সচিব, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি
সদস্য, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : আমাদের পিআরএসপির মূল লক্ষ্য কী?

ড. কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পিআরএসপি তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এর কোনো একক মডেল নেই মূলত বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে। যেমন, উগান্ডা বা ভিয়েতনামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের বাস্তবতার অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে লক্ষ্যের দিক থেকে অনেক মিল আছে। কারণ, সব দেশের মূল লক্ষ্য মোটামুটি ভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা বা অন্তত দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। আমাদের পিআরএসপি'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য-বান্ধব উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাতে করে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে চরম দারিদ্র্য মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা যায়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : এটা কিভাবে করা সম্ভব?

ড. মে. আ. : মোটাদাগে বলতে গেলে, এটা করতে গেলে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে আয় দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ওপর। অবশ্য এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে পিআরএসপি-তে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আই-পিআরএসপির দুর্বলতাগুলো কি পিআরএসপিতে কাটিয়ে ওঠা যাবে?

ড. মে. আ. : অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের বা আই-পিআরএসপির যে সমস্ত দুর্বলতা ছিল বলে বিভিন্ন মহল থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো কাটানোর চেষ্টা করা হয়েছে পিআরএসপি-তে। একটা বিষয় বোধহয় এখানে একটু পরিষ্কার করা দরকার। বলা যেতে পারে যে আই-পিআরএসপিকে একটা ইভেন্ট হিসাবে করা হয়েছে। কিন্তু, পিআরএসপি বাধ্যবাধকতাই হচ্ছে এটাকে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শের মধ্যে দিয়ে করতে হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : পিআরএসপি প্রণয়নের বর্তমান অবস্থাটা কী?

ড. মে. আ. : পিআরএসপি দলিল প্রণয়ন করার জন্য ইতিমধ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে সরকারের উদ্যোগে পরামর্শ সভা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ঢাকায় জাতীয় পরামর্শ সভা করে জাতীয় পর্যায়ের মতামত নেয়া হয়েছে। এদিকে ১২টি মন্ত্রণালয় এখন ১২টি থিমেটিক গ্রুপের দলিল তৈরির জন্য কাজ করছে। অধিকাংশ থিমেটিক গ্রুপের খসড়া ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে এসেছে। ফলে, চলতি বছর মানে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত দলিল তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা করা যায়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : পিআরএসপির মাধ্যমে আমরা দারিদ্র্য নিরসনে কতোখানি সাফল্য পাব?

ড. মে. আ. : যে বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন সেটি হলো, পিআরএসপি একটি কৌশল। সরকারকে তার নিজস্ব উপাদানগুলো ব্যবহার করে এই কৌশলকে বাস্তবে রূপান্তর করতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারের হাতে রয়েছে জাতীয় বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। সুতরাং, এভাবে চিন্তা করে দেখলে শেষ পর্যন্ত পিআরএসপি'র সাফল্য নির্ভর করছে বাজেট বিশেষ করে এডিপির বাস্তবায়নের ওপর ।

শেরে-বাংলা নগরে এনইসি মিলনায়তনে পিআরএসপি প্রণয়নে জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভার উদ্বোধন করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। জাতীয় পরামর্শ সভায় ১২টি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন ব্যয় পর্যালোচনা কমিশনের চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক আইনুন নিশাত, বিআইডিএস মহাপরিচালক ড. কাজী সাহাবুদ্দিন, গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান ও ড. ওমর হায়দার চৌধুরী, সিপিডি-র গবেষণা পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ এ মাবুদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এফ কে চৌধুরী, বিটিএমএ-র সভাপতি এম এ আওয়াল, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান ড. হামিদুল হকসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শীর্ষস্থানীয়রা।

এই পরামর্শ সভায় আলোচকরা শুধু সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নয়, একই সঙ্গে দারিদ্র্য-বান্ধব ব্যয় কাঠামো তৈরির ওপর জোর দেন। তাঁরা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সমালোচনা করে বলেন, দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো ভাল হলেও দারিদ্র্য নিরসন হচ্ছে না। ফলে প্রয়োজন দারিদ্র্য-বান্ধব ব্যয় কাঠামো প্রণয়ন। ব্যয় সংস্কার কমিশনের সুপারিশকে পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে তাঁরা বলেন, দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে অ-কৃষিখাতের সম্প্রসারণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের অংশ বৃদ্ধি, চাহিদাভিত্তিক আর্থিক খাতের সংস্কার, কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধি, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাতৃত্বের হার হ্রাস, পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ আইনের প্রয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ এই জাতীয় দলিলে যুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে বেসরকারিখাতের বিকাশে মেয়াদি ঋণের সুদের হার ৭ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব পিআরএসপি দলিলে অন্তর্ভুক্ত করার উপরও জোর দেওয়া হয়।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে মৃত্যুর হার ও জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি কমানোর তাগিদ দেয়া হয়। এজন্য মাতৃত্বের হারকে ২০১০ সালের মধ্যে ২.১ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বক্তারা আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে প্রকৃত অংশগ্রহণের হার ৮৫ শতাংশে উন্নীত করা এবং ঝরে পড়ার হার ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার পরামর্শ দেন। ২০০৬ সালের মধ্যে শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য শূন্যে নামিয়ে আনাসহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে শিশু শ্রেণী চালু করারও প্রস্তাব রাখা হয়।

পিআরএসপি প্রণয়নের পথ-পরিক্রমা (Road MAP)

ক্রম	কার্যক্রম	সময়
১.	জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট (NPFP) প্রতিষ্ঠা	জুলাই, ২০০৩
২.	পিআরএসপি প্রণয়নে স্টিয়ারিং কমিটি	সেপ্টেম্বর, শেষ সপ্তাহ, ২০০৩
৩.	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক নির্দেশিকা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অভ্যন্তরীণ আলোচনা সম্পাদন	অক্টোবর ও নভেম্বর ২০০৩
৪.	থিমেটিক গ্রুপের সংখ্যা, তাদের কর্মপরিকল্পনা, প্রত্যাশিত ফলাফল এবং কর্ম সম্পাদনের সময় কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	ডিসেম্বর ২০০৩
৫.	জাতীয় পরামর্শক/বিআইডিএস/অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়োগদান	ডিসেম্বর ২০০৩ এবং জানুয়ারি ২০০৪
৬.	জাতীয় পর্যায়ে সুশীল সমাজ, এনজিওসমূহ, বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী সংগঠন এবং অন্যান্য সুফল ভোগকারীগণের সঙ্গে পরামর্শ (কার্যপত্রঃ I-PRSP ও অন্যান্য NPFP খসড়া)	জানুয়ারি ২০০৪
৭.	আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ	মার্চ ২০০৪
৮.	পরামর্শকগণ কর্তৃক খাত ভিত্তিক কৌশলসমূহ পর্যালোচনা সম্পন্নকরণ	ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৪
৯.	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ত্রি-বার্ষিক আবর্তক বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচী বাছাইকরণ (প্রকল্প/কর্মসূচী বাছাইয়ের মানদন্ড NPFP কর্তৃক স্থির করা হবে)	মার্চ-এপ্রিল ২০০৪
১০.	৬টি বিভাগীয় সদরে সুশীল সমাজ, এনজিওসমূহ, বেসরকারী খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী সংগঠন এবং অন্যান্য সুফল ভোগকারীগণের সঙ্গে পরামর্শ	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০০৪
১১.	থিমেটিক গ্রুপ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিস সম্পাদন	ডিসেম্বর ২০০৩ মে ২০০৪
১২.	বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০০৪-এর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন	জুলাই, ২০০৩
১৩.	থিমেটিক গ্রুপসমূহ কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল	এপ্রিল-জুন ২০০৪
১৪.	জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরামর্শলব্ধ মতামত সুপারিশসমূহ নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা	মে-জুন ২০০৪
১৫.	থিমেটিক গ্রুপসমূহের প্রতিবেদন নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা	জুন-জুলাই ২০০৪
১৬.	PRSP-এর প্রাথমিক খসড়া	আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৪

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর হস্তক্ষেপ

আমরা এর আগে আই-পিআরএসপি চূড়ান্ত করার প্রাক্কালে সাপ্তাহিক ২০০০-এ একাধিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এর বিভিন্ন দুর্বলতা তুলে ধরেছিলাম এবং প্রশ্ন করেছিলাম দলিলটির সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। আর প্রশ্নগুলো উঠে এসেছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলিলটি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। পিআরএসপির ক্ষেত্রে আমরা সেইসব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কিছু প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি যা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। পাশাপাশি কয়েকটি প্রশ্নও উঠছে এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে।

প্রথমত, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি যে কাজ করছে এবং এ পর্যন্ত কতখানি কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সেই স্বচ্ছতা ও জনসম্পৃক্ততার বিষয়টি আবারো চলে আসছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি যদি প্রতিটি

সভার পর সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সারসংক্ষেপ অনতিবিলম্বে গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রকে অবহিত করে তাহলে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে কর্মকান্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে অনেকেই মতামত প্রদান করতে পারে। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে সব বিষয়ের ওপর থিম পেপার তৈরি করা হচ্ছে, সেসব বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে একাধিক গবেষণাপত্র দেশে রয়েছে, রয়েছেন বিভিন্ন গবেষক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, ট্যারিফ কমিশন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী কী কাজ করেছে ও করছে সেগুলো পর্যালোচনা করে থিমেটিক গ্রুপের প্রতিবেদনগুলো চূড়ান্ত করা হলে বিষয়টি গুণগতভাবে অনেক উন্নততর হবে বলে আশা করা যায়। আমরা সাপ্তাহিক ২০০০ থেকে প্রস্তাব করছি, খসড়া থিম পেপারগুলোর ওপর স্বতন্ত্রভাবে কর্মশালা করা হোক এবং কর্মশালার মতামতগুলোর আলোকে থিম পেপারগুলো সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করা হোক।

তৃতীয়ত, যেহেতু পিআরএসপি হবে আমাদের নিজস্ব দলিল, সেহেতু দাতাগোষ্ঠীর যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপ এখানে অবাঞ্ছিত। অথচ আই-পিআরএসপিতে তাই ঘটেছিল। এবারও সেরকমটি ঘটার কিছু আশঙ্কা ঠিকই দেখা দিচ্ছে। যেমন ধরা যাক আর্থিক খাত সংস্কারের ব্যাংকিং অংশটির থিম পেপার তৈরির বিষয়টি নিয়ে। এই কাজটি করছে অর্থ মন্ত্রণালয়। যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয় করছে এবং যেহেতু গত দুই বছরে বাংলাদেশে ব্যাংকিংখাত সংস্কারের বিভিন্ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে দাতাগোষ্ঠীর নির্দেশনায়, সেহেতু এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই থিম পেপারে কার্যত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নির্দেশনাই প্রতিফলিত হবে। এর মানে হলো, পিআরএসপি দলিলে দাতাগোষ্ঠী ঠিকই হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে।

বস্তুত একদিকে আই-পিআরএসপি বাস্তবায়ন ও পিআরএসপি প্রণয়নের কাজ চলছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। সরকারের কার্যক্রমে দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ প্রতিফলিত হচ্ছে না। বরং আই-পিআরএসপি'র মধ্য মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বব্যাংকের মধ্যমেয়াদি কাঠামোতে। গত জুন মাসে বিশ্বব্যাংক মধ্যমেয়াদি এই কাঠামো তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করেছে। এই সংস্কার কাজের মধ্যে

বস্তুত একদিকে আই-পিআরএসপি বাস্তবায়ন ও পিআরএসপি প্রণয়নের কাজ চলছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। সরকারের কার্যক্রমে দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ প্রতিফলিত হচ্ছে না। বরং আই-পিআরএসপি'র মধ্য মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বব্যাংকের মধ্যমেয়াদি কাঠামোতে

উল্লেখযোগ্য হল- সরকারি ৬টি কর্পোরেশনের আকার ছোট করে ১০ হাজার জনবল ছাঁটাই করা, গ্যাসের দাম আরো বৃদ্ধি করা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলার আইন পাস করা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোকসান ১০ শতাংশ কমিয়ে আনা, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে খেলাপিঋণের পরিমাণ প্রতি বছরে ২ শতাংশ হারে কমিয়ে আনা, আমদানি শুল্ক ও প্যারা ট্যারিফের হার আরো কমিয়ে আনা, পুলিশ প্রশাসন সংস্কারে নতুন কৌশল ঘোষণা করা এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ১০০ নতুন বিচারক নিয়োগ।

মধ্যমেয়াদি এই ছক অনুযায়ী আগামী দুই বছরে সরকারকে যে সকল কাজ করতে হবে তা হলো, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে চলতি লোকসানের পরিমাণ ৩৩৯ কোটি টাকা থেকে ৩০০ কোটি টাকায় নামিয়ে নিয়ে আসা। রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে ১০ হাজার জনবল ছাঁটাই। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলা। মোট আমানতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশ কমিয়ে ৪৫ শতাংশ করা। দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস ও তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা এবং গ্যাস ও তেলের দাম ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে সমন্বয় করা। রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সংস্কার পরিকল্পনার ছকে রাজস্ব প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী ও আধুনিক করার কথা বলা হয়েছে। আয়কর খাতে বৃহৎ কর দাতা ইউনিটের আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভ্যাটের ক্ষেত্রেও বৃহৎ দাতা ইউনিট স্থাপন করার পরামর্শ তাতে দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরে কর-জিপিডি অনুপাত দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি বা ১২৫০ কোটি টাকা বেশি কর আদায় করা।

এছাড়াও বিশ্বব্যাংক সরকারি জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছে, বিশেষ প্রয়োজনে নেয়া হলেও কাজ নেই বেতন নেই নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তারা সরকারি ব্যয়ের যথাযথ নিরীক্ষণের জন্য ন্যূনতম ১২টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে অডিট কমিটি তৈরি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করতে বলেছে।